জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)
বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ইমেইলঃ info@nhrc.org.bd; হেল্পলাইনঃ ১৬১০৮

স্মারকঃ এনএইচআরসিবি/প্রেস বিজ্ঞ-২৩৯/১৩-১৬৪ তারিখঃ ১৭ মে ২০২৩

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিঃ
দুর্নীতি দূর করার মাধ্যমে দেশে আইনের শাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব –
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান

“বিগত বিশ বছরের নীরিক্ষায় সুস্পষ্ট যা, দেশে সার্বিক দারিদ্র্য যেমন ৪৮.৯% থেকে প্রায় ৩০% এবং অতি দরিদ্রের হার ৩৪.৩% হতে ৫.৬% এ হ্রাস পেয়েছে তেমনি আশ্রয়ণ প্রকল্প, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, শিক্ষা উপবৃত্তি, মাতৃত্বকালীন ভাতা, বয়স্ক ভাতাসহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী ও সরকার কর্তৃক গৃহীত দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যান্য কর্মসূচীর সঠিক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তবে, সাম্প্রতিক কোভিড মহামারীর কারনে অনেকে চাকরি হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েন। অন্য দিকে জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকির ক্ষেত্রে আমাদের দেশ যেহেতু তালিকায় শীর্ষে রয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের কারনে অনেকেই দারিদ্র্য সীমার ওপরে উঠতে পারছেনা”।

আজ সকাল ১০.৩০ টায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এর সাথে চরম দারিদ্র্য এবং মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের স্পেশাল রেপরটিয়র Mr. Olivier De Schutter সাক্ষাৎ করতে আসলে এসব কথা বলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যান । এসময় তিনি কমিশনের কার্যক্রম ও এখতিয়ার সম্পর্কে জানতে চান এবং দলিত, শ্রমিক ও চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার এবং বৈষম্য বিলোপ আইন বিষয়ে আলোচনা করেন। কমিশন চেয়ারম্যান কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি আরও বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যান্য অন্তরায়ের মধ্যে একটি হল দুর্নীতি যা দূর করার জন্য সরকারের শীর্ষ মহল থেকে নানা প্রকার নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। দুর্নীতি দূর করার মাধ্যমে দেশে যেমন গণতান্ত্রিক প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হবে তেমনি আইনের শাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে, যা পক্ষান্তরে মানবাধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভুমিকা রাখবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। এসময় কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ধন্যবাদান্তে,
স্বাক্ষরিত/-
ফারহানা সাঈদ
উপপরিচালক
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ।